যুগান্তর

তারিখ 24 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

মির্জাগঞ্জে ইংরেজি শিক্ষকের সংকট

☐ শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত : অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন

মির্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

মির্জাগঞ্জ উপজেলার মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষকের অভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ব্যাহত হওয়ায় অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা (মাধ্যমিক) অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় ১৩০টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক এবং ২৯টি দাখিল ও সিনিয়র মাদ্রাসাসহ মোট ৫৯টি মাধ্যমিক স্কুল-মাদ্রাসা আছে। এর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষক রয়েছেন। তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য বলে জানা গেছে। আশির দশক থেকে স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজি বিষয়টি বাধ্যতামূলক না থাকায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ইংরেজি বিষয় বাদ দিয়ে এ পর্যন্ত স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছে। ১৯৯৭ সাল থেকে ইংরেজি বিষয় স্নাতক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক হলেও পূর্ববর্তী বছরগুলোতে যারা স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন তারা দায়সারাভাবে ইংরেজি পড়াচ্ছেন। অপর দিকে আশির দশকের আগের স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই অবসরে গেছেন। ফলে মাধ্যমিক স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষকের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষক না থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হচ্ছে। দেখা যায়, বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীই ইংরেজি পরীক্ষায় খারাপ করছে। মির্জাগঞ্জ উপজেলায় মাত্র কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দু'একজন অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষক থাকলেও তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের পরিবর্তে বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতে বেশি আগ্রহী। প্রতিদিন ৩/৪টি ব্যাচ, প্রতিটি ব্যাচে ১০/১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে নামমাত্র শিক্ষাদান করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষকের অভাবের কথা বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ পাঁচ বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ প্রদান করলেও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এ নির্দেশ বাস্তবায়নে চরম গড়িমসি করে। অর্থের বিনিময়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ লাভজনক বিবেচনা করার ফলে ইংরেজি শিক্ষকের শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।